দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম 1 ...

035

উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে

জাতীয় সংসদে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার বিল পাস হইয়াছে। এদিকে এই-মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের এক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। এই কর্মসূচীর আওতায় নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়াও বিদেশী ভাষায় প্রয়োজনীয় পুস্তকও অনুবাদ ও প্রকাশ করা হইবে। উচ্চ শিক্ষাসহ সর্বস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব বড় প্রকট। এই ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত উদ্যোগ একদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা, অন্যদিকে জাতীয় আশা-আকাংক্ষা পূরণে সমর্থ হয় নাই। স্মর্তব্য যে, সেই পাকিস্তানী আমলেই ঢাকার বুকে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় বাংলা কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচন।

উচ্চস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই পটভূমিকায় আমরা আশা করিব, অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে আগাইয়া আসিবে।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের বাংলা পত্র-পত্রিকাসমূহ রাজনীতি-অর্থনীতি হইতে শুরু করিয়া মহাশূন্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় প্রত্যহ পাঠকদের কাছে পৌঁছাইয়া দেন। কোন বিষয় বুঝিতে পাঠকদের বেগ পাইতে হ: না। কিন্তু অধুনা 'পরিভাষা' ও তথাকথিত 'পরিশীলিত' ভাষার নামে এক ধরনের কৃত্রিম শব্দ তথা ভাষা অফিস-আদালত হইতে শুরু করিয়া পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত চাপাইয়া দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভাষা বহতা নদীর মত। কোন ভাষাই নিজস্ব বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিভাষার মুখাপেক্ষী নয়। বরং এমন অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা প্রচলিত ও বোধগম্য ভাষাকে আভিধানিক বানাইয়া বিভ্রাট সৃষ্টি করেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা—উহা শুধুমাত্র পরিভাষা নয়। বস্তুতঃ বাংলাভাষার শব্দ ও টার্ম-এর জন্য সর্বাগ্রে দৃষ্টি প্রদান করিতে হইবে সাধারণ মানুষের দিকেই। যুগ - যুগ ধরিয়া আমাদের দেশের মানুষ সাগরে জাহাজ ভাসিতে দেখিয়াছে। এই প্রেক্ষাপটেই তাহারা এরোপ্লেনের নাম রাখিয়াছে উড়োজাহাজ। উহা হইতেই পরবর্তী পর্যায়ে সাবমেরিন হইয়াছে ডুবো জাহাজ। শব্দকল্পদ্রুমমুখী কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের পাল্লায় পড়িয়া ইল্যুমিনেশন হইয়াছে উদ্ভাসন প্রাখর্য, ব্যাংক হইয়াছে অধিকোষ, পোষ্ট অফিস হইয়াছে পেস্যাগৃহ। এমন কি পত্র পত্রিকার সাব এডিটর, চীফ সাব এডিটর হইয়াছেন অবর কিংবা মুখ্য অবর। কে না জানেন যে, বাংলা ভাষা সংস্কৃত, পালি, ল্যাটিন বা হিব্রুর মত কোন মৃত ভাষা নয়, বরং ইহা এক জীবন্ত ও সচল ভাষা। জীবন্ত ভাষার বৈশিষ্ট্যই হইতেছে সাধারণ মানুষের মুখ হইতে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ আহরণ ও স্বকীয় সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষমতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ কালিকে মসি, দোয়াতকে মস্যাধার এবং কাগজকে ভূর্জপত্র বানাইয়া ছিলেন। কালের প্রবাহে উহার একটাও চালু হয় নাই। সুতরাং উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রয়োজনে ইংরেজী শব্দ রাখিয়া দিতে কিংবা চলনসই সমার্থবোধক শব্দ চালু করিতে দোষের বা আপত্তির কিছুই থাকিতে পারে না।